JAN 29 2001

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ...৩... কলাম ...৬.....

দৈনিক ইত্তেফাক

পাঠ্যপুস্তক কেলেংকারির বিচার ও অবিলম্বে স্কুলে স্কুলে পাঠ্যপুস্তক সরবরাহের দাবীতে বিভিন্ন স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা গতকাল রাজপথে মিছিল বাহির করে -ইত্তেফাক

বোর্ডের বই ঃ ত্রিমুখী লড়াই

রেজানুর রহমান ॥ ব্যবসায়িক সংঘাত ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য লড়াইয়ের ফলশ্রুতিতে বোর্ডের বই নিয়া দেখা দিয়াছে অসন্তোষ-অস্থিরতা। মূলতঃ ত্রিমুখী লড়াইয়ের আবর্তে পড়িয়াছে বোর্ডের বই প্রকাশনা কার্যক্রম। একদিকে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, অন্যদিকে জোটবদ্ধ সমিতিসমূহ, মাঝামাঝি পড়িয়াছে প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান পুস্তকা। কেহ কাহারেও নাহি ছাড়ে সমানে সমান– এই ধরনের প্রতিযোগিতায় নামিয়াছে তিন পক্ষই। ইহার ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে দেশের লক্ষ লক্ষ ছাত্র-ছাত্রীর শিক্ষা জীবন। পুস্তকা বলিতেছে দেশে নূতন বইয়ের কোন সংকট নাই। কিন্তু জোটবদ্ধ সমিতিসমূহ বলিতেছে ভিন্ন কথা। জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড গত প্রায় ১০/১৫ দিন ধরিয়া এই ব্যাপারে নিশ্চুপ থাকিলেও গতকাল রবিবার মুখ খুলিয়াছে। পাঠ্যপুস্তক বোর্ড গতকাল শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে পেশকৃত এক প্রতিবেদনে স্বীকার করিয়াছে বোর্ডের বই বাজারে ছাড়ার পূর্বে পুস্তকা বোর্ডের নিকট হইতে বিক্রয়াদেশ নেয় নাই। চুক্তিপত্রের শর্ত অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ

(১৫শ পৃষ্ঠায় ৮-এর কঃ দ্রঃ)

বোর্ড ঘেরাও

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ॥ পাঠ্যপুস্তক কেলেঙ্কারির সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের শাস্তি এবং স্কুলসমূহে দ্রুত বই পৌঁছানোর দাবীতে সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট গতকাল

(২য় পৃষ্ঠায় ৫-এর কঃ দ্রঃ)

বোর্ডের বই

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

প্রসঙ্গে বলিয়াছে, পুস্তকা পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ ও বাজারজাতকরণে বোর্ডের সহিত সম্পাদিত চুক্তির শর্ত বার বার লংঘন করিলেও এই মুহূর্তে বোর্ডের পক্ষে পুস্তকার বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইলে বই বাজারজাতকরণের সামগ্রিক প্রক্রিয়াটি বিপর্যস্ত হওয়ার আশংকা রহিয়াছে। এই মুহূর্তে বোর্ডের লক্ষ্য হইল কার্যাদেশপত্র অনুযায়ী বই প্রকাশ কার্যক্রম সম্পন্ন করাইয়া দেশের অগণিত শিক্ষার্থীর হাতে বই পৌঁছাইয়া দেওয়া।

পাঠ্যপুস্তক সম্পর্কিত প্রতিবেদনে বলা হইয়াছে, গত বছরের অক্টোবর মাসের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত জোটবদ্ধ সমিতির নেতৃবৃন্দকে পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ কাজে অংশগ্রহণের জন্য নান্যভাবে অনুরোধ করা হইয়াছিল। কিন্তু তাহারা কোন প্রকার আহ্বানে সাড়া দেয় নাই। ফলে ডিসেম্বর ২০০০-এর মধ্যে পাঠ্যপুস্তক বাজারজাত করার বাধ্যবাধকতা ছিল বলিয়া বোর্ডের পক্ষে অন্য কোন বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ করার সময় ও সুযোগ ছিল না। তাই বোর্ড সর্বনিম্ন দরদাতা মেসার্স পুস্তকাকে পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ, বাঁধাই ও বাজারজাতকরণের কার্যাদেশ প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ইহার পর জোটবদ্ধ সমিতিসমূহের কেহ কেহ বোর্ডকে সহযোগিতা না করিয়া পদে পদে বাধার সৃষ্টি করিতে থাকে। এমনকি বিভিন্ন কোর্টে এই সম্পর্কে মামলা দায়ের করিয়া পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ ও বাজারজাতকরণ প্রক্রিয়াকে মারাত্মকভাবে ব্যাহত ও বিলম্বিত করার চেষ্টা করে। একক দরদাতা পুস্তকাকে কার্যাদেশ দেওয়ার বিরুদ্ধে হাইকোর্টে মামলা দায়ের করা হয়। মহামান্য হাইকোর্ট এই মামলা খারিজ করিয়া বোর্ডের সিদ্ধান্তের পক্ষে রায় প্রদান করে। ইহার পরও এই রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগে লিভ পিটিশন দাখিল করা হয়। কিন্তু এই আবেদনও খারিজ হইয়া যায়। সুতরাং পুস্তকাকে মাধ্যমিক স্তরের ৬০টি পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ, বাঁধাই ও বাজারজাত করার কার্যাদেশ প্রদান করিয়া কাজটি আগাইয়া নেওয়া ছাড়া বোর্ডের কোন বিকল্প ছিল না।

প্রতিবেদনে কার্যাদেশ পরবর্তী কার্যক্রম প্রসঙ্গ উল্লেখ করিয়া বলা হয়, ১১ই অক্টোবর পুস্তকাকে কার্যাদেশপত্র দেওয়া হয় এবং একইদিনে চুক্তিপত্র স্বাক্ষর করা হয়। কার্যাদেশপত্র ও চুক্তিপত্র অনুযায়ী ৩০শে নভেম্বরের মধ্যে সকল পুস্তক মুদ্রণ ও বাঁধাই সম্পন্ন করিয়া ১৫ই ডিসেম্বরের মধ্যে বাজারজাত করার কথা ছিল। পুস্তকার আবেদনের প্রেক্ষিতে বাজারজাত করার সময়সীমা ৩০শে ডিসেম্বর পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়। কিন্তু এই সময়ের মধ্যেও পুস্তকা বই বাজারজাত করিতে ব্যর্থ হয়। পরবর্তীতে পুস্তকা ৬০টি বইয়ের মধ্যে ১৪টি বিষয়ের ১ কোটি ৪ লক্ষ বই ২১শে জানুয়ারীর মধ্যে বাজারজাত করিবে বলিয়া জানায়। বোর্ডকে ২ কোটি টাকা রয়ালটি জমা দেওয়ার ভিত্তিতে পুস্তকাকে ১৪টি বিষয়ের ৬৪ লক্ষ ৬০ হাজার বই বাজারজাত করার অনুমতি প্রদান করা যায়– এই মর্মে পুস্তকাকে জানান হয়। পাশাপাশি আরও জানান হয়, আনুমানিক ৫০ লক্ষ পাঠ্যপুস্তক প্রস্তুত করিতে না পারিলে বাজারে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টির আশংকায় বিক্রয়াদেশ দেওয়া হইবে না। পুস্তকা আশ্বাস দেওয়ার পরও বোর্ডের বিক্রয়াদেশ ছাড়াই ২১শে জানুয়ারী হইতে বই বাজারজাত শুরু করিয়াছে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একজন কর্মকর্তা জানান, সারাদেশে নূতন বইয়ের সরবরাহ মোটামুটি সন্তোষজনক পর্যায়ে পৌঁছিয়াছে। আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হইয়া উঠিবে।